BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International journal)

DOI Link: 10.70798/Bijmrd/020200012

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2 | Issue: 2 | March 2024 | e-ISSN: 2584-1890

সমকালীন পরিবেশ জীবন বিকাশের ক্ষেত্রভূমি : একটি আলোচনা

সরোজ সেনাপতি

অধ্যাপক, অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কলেজ অফ এডুকেশন

Email: senapati.saroj123@gmail.com

Abstract: *শিশুর বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মানুষের জীবন কখনো একমুখী নয়, জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কোন না কোন অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে থেকে কখনো বা মানুষ শিক্ষালাভ করে। ভারতবর্ষের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, সাংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। মানুষের জীবন বিকাশ কোন একক পরিমণ্ডল কেন্দ্রিক নয়। ঋতুচক্রের ঘূর্ণাবতে যেমন মনের প্রফুল্লতা আসে আবার জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদ ও ফুটে ওঠে। পশ্চিমে মরুভূমি উত্তরে আল্পিয় তুন্দ্রা ও হিমবাহ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্বীপাঞ্চলের ক্রান্তীয়ন আর্দ্র বর্ষনারন্য মিলিয়ে আমাদের জলবায়ুর বৈচিত্র্যতা। আবার অন্য দিক থেকে বলা চলে ক্রান্তীয়তার কারণে বন্যা, সাইক্লোন সমস্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবন বিকাশের পথ বৈচিত্র্যমুখী। জীবন ধারণ প্রণালী, খাদ্য, পানীয় ও সংস্কৃতি মিলিয়েই মানুষের বিকাশ। মানুষ তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে জীবন অতিবাহিত করে। পরিস্থিতি তাকে এগিয়ে যেতে যেমন সাহায্য করে আবার তার চলার পথকে ও রুদ্ধ করে দেয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত মানুষ তার জীবন বিকাশে নানান পন্থার মুখোমুখি হয়। বিকাশ কখনো এক স্থানে মন্থর হয়ে যায় না জৈবিক তাগিদ অনুযায়ী বৃদ্ধির পথ একসময় বন্ধ হয়ে যায় অথচ বিকাশের রাস্তা খোলা প্রান্তর। মাটি যদি খাঁটি হয় ফসল ফলবে সোনা আবার পরিবেশ যদি সুস্থ হয় জীবন হবে ধন্য। মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যার কথাই বলি প্রকৃতির অনুসঙ্গে বিকাশ চলমান। জলবায়ু মানুষের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ন্ত্রণ করে ভাষা। আবার জলবায়ু পেশা প্রবেশের পথের টুলস হিসেবে কাজ করে। মৃত্তিকা মানুষকে নতুন করে বাঁচার আশা দেয়। জীবনের সুক্ষতম ভাবনায় ভৌগলিক পরিমণ্ডল মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। জীবন বিকাশের নানান দিক মানুষ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসঙ্গে ।*

Keywords: *পরিস্থিতি, পরিবেশ, জলবায়ু, মরুভূমি ও জীবন বিকাশ।*

প্রস্তাবনা: শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেহের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। পাশাপাশি তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে, যা হলো তার বিকাশ। বিকাশের ক্ষেত্রভূমি একমুখী নয় তা ভিন্নমুখী। দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক এমনকি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ও সামগ্রিক বিকাশ কল্পে ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত করে নবরূপ। একজন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে তার ভিন্ন দিকের শক্তি বাড়ানো যায় ফলে ব্যক্তির পার্থক্য করনের ক্ষমতা বাড়ানো অথবা ব্যক্তিত্ব সংগঠন বাড়ানো যায়। উক্ত দিগুলির দ্বারা ব্যক্তির এক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উন্মেষ হয়। শিশু যে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে সেখানে তার নাড়ীর সংযোগ অত্যন্ত প্রকট। পারিপার্শিক প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুকে

ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে সহায়তা করে গড়ে তুলে তাকে প্রাকৃতিক কেন্দ্রিক অণুসংগের সঙ্গী। খাদ্য, পানী জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছ গাছালি কিংবা নদী নালা তাকে এগিয়ে চলার পথে সতত সাহায্য করে। সংস্কৃতি ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অনুযায়ী ভিন্ন কালে শিশুর মানসিক জাগরণ বা আধ্যাত্মিক বিকাশ তাকে নতুনত্ব প্রদান করে। রাঢ় অঞ্চল, সমতল ভূমি, পাহাড়িভূমি মানুষকে বেঁচে থাকার নতুন নতুন দিশা দেখায় আবার পরিবেশ পরিস্থিতির সহিত মানুষ নিজেকে অভিযোজিত করে। মানুষের বিকাশ পন্থা উক্ত অঞ্চল গুলি সব এক এক রকম। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঋতুচক্র, অর্থনৈতিক মানদণ্ড অথবা সোনালি ফসল মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার নবতম সংযোজন কি লিখনে বা কথনে।

আলোচনা: মানুষের জীবনের বিকাশমান পন্থা হিসেবে এ পূর্বে আমরা পরিবেশগত নানান অনুষঙ্গের কথার পাশাপাশি জীবন বিকাশের নানাবিধ পর্ব গুলির কথা আলোচনা করব। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষত জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রকৃতির কথাও যেমন থাকছে আছে মানুষের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় চিন্তার নানান দিগন্ত ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ভাবনায় অনুসারে মানুষের জীবন বিকাশের প্রতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশ কেন্দ্রিক অনুষঙ্গে মানব জীবন পারিবারিক জীবন ধর্মীয় আবেষ্ঠনিও নিয়ন্ত্রিত ফলত বিকাশের ক্ষেত্রে উক্ত দিক গুলি ও এসে যায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ: ভারত ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থান করার পাশাপাশি মৌসুমী বায়ু প্রবাহ থাকার কারণে এক কথায় ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ আবার উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের দরুন বর্ষাকালে কৃষি ও শীতকালের শুষ্কতা আমাদের মধ্যে অনুভূত হয়। মৌসুমী বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমন কেন্দ্রিক ভাবনার দরুন সূচিত হয়েছে ঋতু পরিবর্তনের মত দিক। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও শীত মৌসুমী বায়ুর আগমন আগে হওয়ার দরুন বন্যা, অপরদিকে মৌসুমী বায়ুর দেরিতে আগমন হওয়ার দরুন খরার মত দৃশ্য আমাদের গোচরে। পাশাপাশি এ দৃশ্য ও প্রতীয়মান রাজস্থানের মরুভূমি আবার মেঘালয়ে চেরাপুঞ্জিতে মৌসিন গ্রামে অতি বর্ষণ হওয়া এ যেন প্রকৃতির রঙ্গশালায় দুই বিপরীত দৃশ্য। সর্বোপরি ভারতের জলবায়ু মানুষের জীবনের সাথে ঘনবৈচিত্র্যময় আবর্তিত। অপরদিকে বাস্তুতন্ত্রের একটি প্রাকৃতিক উপাদান মৃত্তিকা। ধরিত্রী নামক এই তকমা দিয়েই আমরা আরাধনা করে থাকি লৌকিক সংস্কৃতিতে। পলি, নোনা, কালো এবং পার্বত্য সহ ম্যানগ্রোভ মৃত্তিকার আমাদের মৃত্তিকা। উক্ত মৃত্তিকা গুলি সাধারণত জলের প্রান্তীয় উপর নির্ভর করে বৈচিত্রতা পেয়েছে। এ কোথাও বলতে হয় দক্ষিনে কন্যাকুমারী থেকে উত্তরে ইন্দিরা কলের মধ্যে রয়েছে ভারতের ভূ প্রকৃতি। পার্বত্য অঞ্চল সমভূমি অঞ্চল, মরু অঞ্চল, মধ্য উত্তর ভারতের উচ্চভূমি সহ উপকূলের সমভূমি নিয়ে গঠিত ভারতের ভু-প্রকৃতি যার মধ্যে আমরা বসবাস করে আছি।

অর্থনৈতিক পরিবেশ: কৃষি প্রধান দেশ ভারত। কৃষিকাজ হল জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পন্থা। প্রায় ৯০% মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। আধুনিক যন্ত্র নির্ভর সভ্যতায় যেখানে এখনো প্রাধান্য পায়নি সেখানে পশুর উপর মানুষ নির্ভর করে ফসল ফলায়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহ মানুষকে কৃষি কাজে রসদ জুগিয়েছে। তুলা, ধান, পাট, গম সহ নানা কৃষি কাজের সাথে মানুষ যুক্ত। যদিও কৃষিকাজ ঋতু বৈচিত্রতার সাথে যুক্ত।

সামাজিক পরিবেশ: সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের (জনসংখ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থ, বেকারত্ব, জাতীয়তা, রীতিনীতি) সমষ্টিগত রূপ বা অবস্থান কে সামাজিক পরিবেশ বলা হয়। এক কথায় মানুষের বহুমুখী জীবনের সমষ্টিগত রূপ বা অবস্থাকে বোঝায়। ভারতবর্ষের মানুষ নানা ধর্মের সমন্বয়ের মিলন সেতুতে বিরাজমান।

ভারতের মানুষের সামাজিক পরিবেশ (উপাদানগত) ভিন্নতা ও লক্ষণীয়। গির্জা, মসজিদ, নাট্যসমিতি সামাজিক পরিবেশের অঙ্গ হয়েছে ক্রমান্বয়।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ: ভারতবর্ষে নানা মতের নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করে তবুও বিবিধের মাঝে মিলন মহান সম অনেক ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রতিটি মানুষের মধ্যে। সাংস্কৃতির মধ্যে কিছু ঐকতা আবারও কিছু ভিন্নতা আছে। একদিকে যেমন পাহাড়ি সুর অন্যদিকে শান্ত নদীর প্রবাহ মানবতার মত আছে ভৈরবী কিংবা কীর্তন ঘরানা। রয়েছে রবীন্দ্র নিত্য আছে আবার কথাকলি কিংবা ভারতনাট্যম এর মতো নিত্য শৈলী। ভারতের কিছু ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। দৈব নির্ভরতা, লোককথা, পুরান গাথার মতো ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির নানান দিগন্ত মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত। ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি আছে ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ ধর্মের মানুষ। নিজ ধর্মের ইষ্ট দেবতাকে স্মরণে প্রত্যেকেই সজাগ। কোনারকের সূর্য মন্দির যেমন রয়েছে আবার ঐতিহ্যবাহী গঙ্গাসাগর মেলা সহ জয়দেবের কেন্দু বিল বিশেষভাবে সমাদৃত। বৌদ্ধ বিহার যেমন মন কাড়ে আবার ইসলামীয় জামে মসজিদ আজও সর্বাধিক। যদিও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় তবুও একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিশেষ ধর্মীয় আবেষঠনি মানুষকে মুগ্ধ করেছে। লা ইলাহা ইলাললাহু আবার বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি-র মতো বাণী আছে, আছে তার সাথে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে নাম গান ও।

বিকাশ হল একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির ক্ষমতার সূচনা বৃদ্ধি করে এবং যা ব্যক্তিকে উৎকর্ষতার সঙ্গে কার্যসম্পাদনে সাহায্য করে। একথাও সত্য যে বিকাশ বৃদ্ধির ফলেই ঘটে। একটি ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বিকাশ পূর্ণতা পায়। শিশু পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার ফলেই যে শিখন অভিজ্ঞতা গুলি অর্জন করে তাই সমন্বয় হলো বিকাশ। বিকাশ সাধারণত শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে আমৃত্যু এই প্রক্রিয়া জড়িত তবে সময়ের সাথে এর বৃদ্ধি ঘটে। দৈহিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশ পৃথকভাবে হয় না। একটির সাথে অপরটির কোন না কোন ভাবে সম্পর্কযুক্ত। লিঙ্গ গত বৈষম্যতার মধ্য দিয়ে বিকাশ লক্ষ্য হয়, লিঙ্গ গত বৈষম্যতার মধ্য দিয়ে বিকাশ লক্ষ্যাভিমুখী হয়। বিকাশের এই পর্যায়ে গুলি পারিপার্শিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহিত কোন না কোনভাবে যুক্ত। উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা চলে একটি শিশু বধির হবে তখনই যদি বড়রা তার সঙ্গে কোন ভাবে কথা না বলে। তবে এক্ষেত্রে এ কথা সত্য শিশু প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তার সমস্যা থাকতেই পারে। পাশাপাশি একথাও বলা যেতে পারে কোথাও যদি মন্দির, মসজিদ বা গির্জা না থাকে তাহলে আমাদের মধ্যে দেবতার আরাধনা যেমন আসবে না ঠিক সমানতালে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও দেখা যাবে না। সুতরাং জন্মগ্রহণ করার পরই শিশুর বৃদ্ধির সাথে সমতা বিধান করে বিকাশ চলমান স্রোত। তবে আমাদের চারপাশের পরিবেশ এক্ষেত্রে সহায়ক।

ভারতের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুর স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পথে এগিয়ে চলে। মৌসুমী জলবায়ু বিশেষত গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও শীত এই ঋতুচক্র শিশুকে স্বাভাবিক স্রোতে এগিয়ে নিয়ে যায়। মনের শান্ত প্রফুলতা এবং দৈহিক বিকাশ এই ঋতু বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সারা বছর শীতের দাপট কিংবা গরমের দাবদাহ মানুষকে এক কনায় বসিয়ে দেয় ঠিক, মৌসুমী বায়ু প্রবাহ মানুষকে স্বস্তির আশ্বাস জগায়। এক কথায় দেহ মনের খোরাক পাই ভারতের জলবায়ু থেকে। নোনা, কালো মৃত্তিকা মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ যোগায় আবার ম্যানগ্রোভ মৃত্তিকা বৈচিত্রময়তায় আবদ্ধ। একদিকে কন্যাকুমারী আবার প্রকৃতি ইন্দিরাকলের মধ্যকার প্রকৃতিতে মানুষ পার্থক্য কেন্দ্রিক বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। পাহাড়ি এলাকায় মানুষের উচ্চতার সাথে সমতল ভূমির মানুষের উচ্চতা সামান সমান নয়, মরু অঞ্চলের বিশেষত জিনগত

পার্থক্য ও পরিবেশগত তারতম্য কারণে দৈহিক বিকাশের পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাদ্যের তালিকার পার্থক্যর ফলে বুদ্ধিগত পার্থক্য আছে। ফলত বিকাশ ও এই একই পথে চলমান। বর্ষণমুখর মেঘালয় মানুষের সৌন্দর্য প্রবাহ কে এগিয়ে দেয় পাশাপাশি রৌদ্রের তপ্ত দাবদাহে মানুষের কৃষ্ণ বর্ণ ও ঐতিহ্য নামান্তর। একদিক থেকে বিকাশের সাথে যে বৈচিত্রতা সৌন্দর্যতার বিপরীতে সুস্থ সুন্দর শ্যামলী মায়া সৌন্দর্য প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেয়।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। কৃষিকাজ জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পন্থা। কৃষিকে নির্ভর করে মানুষ জীবন অতিবাহিত করে। জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষি বা শিল্পকলার নগতম সিদ্ধান্তগুলি মানুষকে সতত প্রভাবিত করে। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ কৃষি নির্ভর সভ্যতার বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। আবার ঠিক এর পাশাপাশি দেখা যায় শিল্প নির্ভর সমাজে প্রত্যাত্পন্ন মস্তিষ্কের পরিচয় বহন করে, আর্থিক সমস্যা লাঘব পাশাপাশি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে না পৌঁছে ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করছে মানুষ। এ বিষয়ে প্রতীয়মান হয় বিদ্যালয় ছুট শিক্ষার্থীরা। কোনভাবে পাঠ মুখী না হয়ে ও গাণিতিক বিকাশ ও লক্ষ্য করার মতো। উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায় এক কাঠা জমিতে কত সার ও কীটনাশক দিতে হবে সেই বুদ্ধিমত্তার দিকগুলি প্রকাশ পায়। এও সত্য ভূমি জরিপ যা হঠাৎ পরিস্থিতিতে হিসাব অনায়াসেই বলতে পারে ওই সকল মানুষজনেরা। এক্ষেত্রে মানসিক বিকাশের নামান্তর দিকগুলি ফুটে উঠেছে। কৃষি নির্ভর সভ্যতা ও শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতার কারণে মানুষের এ ধরনের মস্তিষ্কের উত্থান বলা যেতেই পারে।

জনসংখ্যা, জাতীয়তা, রীতিনীতির সমষ্টিগতদিক, সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত। ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে, যেখানে সামাজিক রীতিনীতি সাংস্কৃতি ও ভিন্ন কোথাও বা সংস্কৃতি সঞ্চালনের মতো দিক দেখা যায়। দেখা যায় মানুষের মানুষ উন্নতির শিখরে নিয়ে চলার প্রয়াস। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন, একক পরিবারদের উৎপত্তি সেখানে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতার মত দেখা যায়। শিক্ষার বিকাশ হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে অপৃশ্যতা, গোড়ামিতা ও জাতিত্ব বিভেদ কিছু হলেও মুছে গেছে। কর্মকেন্দ্রিক পার্থক্য ও আর্থিক সচ্ছলতার অভাব হেতু মানুষের মধ্যকার যে কৌলীন্যতা আজ আর নেই। সব ধরনের কাজে সকল শ্রেণীর মানুষ নিজেদের নিয়োগ করছে ফলত মানসিক বিকাশ হচ্ছে ধীরে ধীরে। সম্মান, চেতনা, আবেগ সমস্ত দিক মানুষের মধ্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাক্ষোভিক বিকাশ হচ্ছে এই সমাজ থেকেই। আনন্দ, বিনোদন, পুরাতন ঐতিহ্য এমনকি মানুষের মধ্যে সনাতনী রীতিনীতি ধীরে ধীরে বাইরে যত দিকগুলি ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে সামাজিক বিকাশ হচ্ছে। নব নব ধ্যান-ধারণা ও আধুনিক চিন্তাধারা পাশাপাশি মানসিক উন্নয়নের দিক ও প্রতিভাত হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং নৈতিক চেতনা মানুষের অন্তর্নিহিত দুটি ভাবনা। অধরা বিষয় সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস হল আধ্যাত্মবাদ। সনাতন হিন্দু ধর্মের দৈব নির্ভরতা (মন্দির) অন্যদিকে মানুষ মাত্রই আলহর বান্দা ও গির্জার বাণী মানুষের ক্রমশ বিশ্বাসী ধ্রুবলোক প্রতিষ্ঠা করছে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাধারার মানুষ অবস্থান করে। ফলত আধ্যাত্মিক ধারণার বিকাশ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সমতা বিধান করে এগিয়ে থাকে। ক্রোধ হর্ষ মানসিক উৎফুলতা এমনকি মানব জীবনের নানাবিধ প্রক্ষোভগুলি নিয়ন্ত্রণাধীন। মূলত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কে আশ্রয় করে হৃদয়ের দোল অথবা ভাবের জগতে মানুষ আশ্রয় পেতে সঙ্গীতের দ্বারস্থ হয়। ভারতবর্ষে মানুষের সংস্কৃতি বিকাশ মূলত ভিন্ন ঘরোনার সংগীতকে আশ্রয় করে হৃদয়ের দোল অথবা দুলকি চালে চলতে মানুষ নৃত্যের উপর ভর করছে।

মানুষের সাংস্কৃতিক মন্ডল এতখানি সমৃদ্ধ হচ্ছে যে মানুষ মানসিক বিষয়ের পথে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। লোককথা পুরান প্রসঙ্গ পুরাতন ঐতিহ্য আমাদের উন্নয়নশীল মনের পরিচয় বহন করতে বাধ্য করছে। ফলত ব্যক্তি তার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে উপরই উক্ত দিকগুলিকে আশ্রয় করে। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত গঙ্গাসাগর মেলা মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। দর্শনীয় স্থান যা ভৌগোলিক সীমারেখায় ভাস্কর। তবুও সুদূরের পিয়াসী মনে নিয়ন্ত্রনের প্রক্ষোভ এর হাতিয়ার বলা যেতে পারে দর্শনীয় স্থান কুম্ভ মেলা, জয়দেবের মেলা এবং মৌলবিদের দিলীর জুম্মা মসজিদের অবস্থান। যা মানষিক প্রশান্তির আশায়। বিশেষত একদিকে শূন্যতা যেমন মনে বাসা বাঁধে অপরদিকে প্রাক্ষোভিক এবং মানসিক বিকাশ ও সংগঠিত হয়।

সুতরাং মানসিক প্রাক্ষোভিক দৈহিক ভাষাগত কিংবা সামাজিক জীবন বিকাশ কল্পের কথা যদি বলতে হয় তাহলে পরিবেশ কোনো না কোনো ভাবে ক্রিয়াশীল। জলবায়ু মানুষের দৈহিক কিংবা ভাষাগত বিকাশের অনুকম্পা হিসাবে কাজ করে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পরুলিয়া জেলার মানুষ বলে গাঢ়ী আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মানুষ বলছে গাড়ি। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ভাবনার উন্মেষ মূলত বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় পরিবেশ থাকার জন্যই। যদি সাংস্কৃতিক বিকাশের কথা বলি তাহলে পূর্ব আলোচিত ভিন্ন ঘরানার সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্যের কথাকে বলতেই হয়। রাষ্ট্রীয় চেতনা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ মানুষকে স্বাধীনতার বিকাশে এগিয়ে দেয় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষত মৃত্তিকা, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু মানুষের বেঁচে থাকার রসদ জোগায় আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের কাছে বিভীষিকার নামান্তর তবুও ভারতীয় ভৌগোলিক পরিমণ্ডল মানুষের বিকাশের পরিপন্থী মানতে হয়। অন্যদিকে কৃষি প্রধান দেশ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন মানসিক বিকাশকে ক্রমশ এগিয়ে দেয়। ধর্মীয় বাতাবরণ মানুষের সুস্থতার মনের জন্ম দেয় ফলত মানসিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ হয় অতি সহজে।

শিশুর জীবন বিকাশের প্রতিটি পর্বে পরিবেশ মৌলিক ভূমিকা পালন করে। জন্ম যে কূলেই হোক না কেন মানুষের কর্ম যদি ভাল হয় তবেই তার বিকাশ দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। সামাজিক রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক প্রাকৃতিক যেকোনো ধরনের পরিস্থিতি মানুষকে তার পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। বিকাশ একটি মৌলিক পন্থা জীবনের মূলত জন্মগ্রহণ করার পরে শিশু জিনগত কিছু গুণাবলীর সহায়তায় পারপার্শ্বিক পরিস্থিতির সহিত অভিযোজিত হয়ে বেড়ে ওঠে। এই পরিবেশের প্রতিটি উপাদান তার মানসিক ভাবনার সাথে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ব্যক্তিকে গতিপ্রদান করে। ভারতবর্ষ মৌসুমী জলবায়ু দ্বারা আবদ্ধ ভারতবর্ষে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করে, রয়েছে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলার পরিমণ্ডল ফলত মানুষের জীবনের গতি পরিবেশের দারায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বৃদ্ধি, বাহ্যিক পরিমণ্ডল ইন্দন থেকে হতে পারে বা হয় ও কিন্তু বিকাশ মানুষের চারপাশের পরিমণ্ডল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পর্বে জীবন বিকাশের ক্ষেত্রভূমি যেহেতু পরিবেশ তাই এই পরিবেশে মানুষের জীবনের সাথে মিলে মিশে একাকার জীবন বিকাশের পরিপন্থী হিসাবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

মাইতি, অমল কুমার, ২০১৪, ভূগোল শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা বুক এজেন্সী, কলিকাতা - ৭০০০০৯

পাল, অরুন শঙ্কর, ২০০৪, সহজ ভূপ্রকৃতি, নিউ বুক সিন্ডিকেট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

গিরি, প্রদীপ, ১৪২৪, ভূগোল শিক্ষণ পদ্ধতি, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা - ৭০০০৯

মেউ, জয়ন্ত, ঘোষ ড. বিরাজলক্ষ্মী, দেব ড. রুমা, ২০১১ সামাজিক শিক্ষা, রীতা পাবিকেশন, কলিকাতা - ৭০০০৯

মেউ, জয়ন্ত, ঘোষ ড. বিরাজলক্ষ্মী, দেব ড. রুমা, বিকাশ ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা পাবিকেশন, কলিকাতা - ৭০০০৯

Mongal Dr S K, 2019, Education Psychology, *Tandon Publication, New Delhi.*

Citation: সেনাপতি, স. (2024) "সমকালীন পরিবেশ জীবন বিকাশের ক্ষেত্রভূমি : একটি আলোচনা". *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-2, DOI Link: 10.70798/Bijmrd/020200012